بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আলোকে মক্কা বিজয়াভিযানের বর্ণনা এবং ইরান-ইসরায়েল বিরোধের প্রেক্ষাপটে দোয়ার আহ্বান

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৩ জুন, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআ'র সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মক্কা বিজয় সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু কথা বর্ণনা করেছিলাম। আজ এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব। এই অভিযানের কারণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর তাৎক্ষণিক কারণ ছিল কুরাইশদের দ্বারা হুদায়বিয়া সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করা। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূতকে অত্যন্ত অহংকারের সাথে বলেছিল যে, 'আমরা এই চুক্তি বাতিল করছি এবং আমরা মুহাম্মদের (সা.) সঙ্গে যুদ্ধ করব।' যখন মহানবী (সা.) এই সংবাদ জানতে পারলেন, তখন তিনি মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

তাদের চুক্তিভঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যখন হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পন্ন হয়েছিল, তখন তার একটি শর্ত ছিল-আরবের যেকোনো গোত্র চাইলে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে চুক্তি করতে পারবে এবং চাইলে কুরাইশদের সঙ্গে। ফলে হেরেমের আশপাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোর মধ্যে **বনু খুযাআ মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়, আর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র বনু বকর কুরাইশদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়**। অজ্ঞতার যুগে বনু খুযাআ ও বনু বকর-এর মধ্যে পুরনো শত্রুতা ছিল। সে সময় বনু বকর গোত্র বনু খুযাআর একজন লোককে হত্যা করেছিল, আর প্রতিশোধ হিসেবে বনু খুযাআ হেরেম সীমার মধ্যে বনু বকর গোত্রের তিনজন লোককে হত্যা করেছিল। মহানবী (সা.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির সময়ও তারা

এই পুরনো বৈরিতার অবস্থাতেই ছিল। তবে লোকেরা তখন ইসলামের ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে পড়ে এবং এই নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়, যার ফলে সাময়িকভাবে তারা একে অপর থেকে বিরত থাকে, কিন্তু অন্তরে তারা ক্ষোভ ও প্রতিশোধের আগুন চেপে রেখেছিল।

৮ হিজরির শা'বান মাসে, যখন হুদায়বিয়া সন্ধির প্রায় ২২ মাস কেটে গিয়েছিল, তখন বনু বকর গোত্রের একজন ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবমাননাকর ও কটুক্তিমূলক কবিতা রচনা করে-অর্থাৎ সে অপমানজনক ছন্দে ব্যঙ্গ করেছিল। বনু খুযাআ গোত্রের এক তরুণ তাকে এই কবিতা গাইতে শুনে ক্রুদ্ধ হয় এবং তাকে আক্রমণ করে তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। এই ঘটনার ফলে উভয় গোত্রের মধ্যে আবার সংঘর্ষ বেঁধে যায়, যদিও তাদের মধ্যে পুরোনো শত্রুতা আগে থেকেই চলছিল। এই অপমানজনক কবিতা লেখার ব্যক্তি ছিল বনু বকর গোত্রের একটি শাখা-বনু নাফাসা-এর একজন সদস্য। যখন বনু খুযাআ'র এক যুবক তাকে আহত করে দেয়, তখন বনু নাফাসা কুরাইশদের কাছে গিয়ে বনু খুযাআর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য জনশক্তি ও অস্ত্রের সাহায্য প্রার্থনা করে।

কুরাইশরা, আবু সুফিয়ান ব্যতীত, বনু বকরকে সাহায্য করার সম্মতি দেয়। আবু সুফিয়ান এই সাহায্যের পক্ষে কোনো পরামর্শ দেননি এবং প্রথমে তাকে এই ব্যাপারে কিছু জানানোও হয়নি। তবে একটি বর্ণনা অনুযায়ী, তাঁর সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সংঘর্ষের বিরোধিতা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, কুরাইশরা বনু বকর ও বনু নাফাসাকে অস্ত্র, ঘোড়া এবং সৈন্য দিয়ে সহায়তা করে। এই সমর্থনের মাধ্যমে তারা সম্পূর্ণ গোপনীয়ভাবে বনু খুযাআর ওপর হামলা চালায়, যাতে তারা আত্মরক্ষা করতে না পারে। বনু খুযাআ চুক্তির কারণে নিজেদের নিরাপদ মনে করছিল এবং অসতর্ক ছিল।

তিনটি দল-**কুরাইশ, বনু বকর এবং বনু নাফাসা**-মক্কা নগরীর নিচু এলাকায় অবস্থিত **ওয়াতীর** নামক স্থানে একত্রিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। বনু খুযাআর ঘরবাড়িও ওই এলাকায় অবস্থিত ছিল। শত্রুপক্ষ নির্ধারিত সময়ে সেখানে একত্রিত হয়। কুরাইশ নেতারা ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং মুখ ঢেকে সেখানে আসে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এভাবে লিখেছেন যে, মক্কাবাসীরা আবু সুফিয়ানকে মদীনায় পাঠায় যেন তিনি কোনোভাবে মুসলমানদের মক্কায় আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখতে পারেন। আবু সুফিয়ান মদীনায় এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে জোর দিতে থাকে যে, যেহেতু হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় সে উপস্থিত ছিল না, তাই এখন নতুন করে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হোক। তবে মহানবী (সা.) তার কথার কোনো উত্তর দেননি, কারণ উত্তর দিলে পরিকল্পনার গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। হতাশ হয়ে, আতঙ্কগ্রস্ত আবু সুফিয়ান মসজিদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে- 'হে লোকসকল! আমি মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য নতুনভাবে শান্তি ঘোষণা করছি।' এ কথা শুনে মুসলমানরা তার মূর্খতায় হেসে ওঠে। তখন মহানবী (সা.) বলেন,"আবু সুফিয়ান! তুমি একতরফাভাবে এ কথা বলছো; আমরা তোমার সঙ্গে এমন কোনো চুক্তি করিনি।"

যাই হোক, এই ঘটনার উল্লেখ **হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)**-ও তাঁর বিশেষ ভাষায় বর্ণনা

করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) সে রাতে আমার সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ওযূ করছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি (সা.) তিনবার **লাব্বায়েক** (আমি উপস্থিত) বলেন এবং তিনবার **নুসিরতা** (তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে) শব্দ উচ্চারণ করেন। হযরত মায়মুনা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনাকে এ দুটি শব্দ তিনবার করে উচ্চারণ করতে শুনলাম। আপনার কাছে কি কেউ এসেছিল যার সাথে আপনি কথা বলছিলেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। দিব্যদর্শনে বনু খুযাআর একটি প্রতিনিধি দল হাজির হয়েছিল আর তারা চিৎকার করে আমাকে বলছিল, আমরা মুহাম্মদকে তাঁর প্রভুর কসম দিয়ে বলছি-আমরা তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে চুক্তি করেছিলাম এবং আমরা সবসময় তোমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছি। কিন্তু কুরাইশরা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা রাতের আঁধারে আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে-যখন আমাদের কেউ সিজদায় ছিল, কেউ রুকুতে-তখনই তারা আমাদের হত্যা করেছে। এখন আমরা তোমার সাহায্য লাভের জন্য এসেছি।' আমি তখন তাদের লাব্বায়েক (আমি উপস্থিত আছি) বলেছি। এরপর আমি বলেছি, নুসিরতা অর্থাৎ, তোমাদের সাহায্য করা হবে।

সারকথা এই যে, মহানবী (সা.) বললেনঃ "আমি দেখলাম, খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। যখন দিব্য দর্শনের মাধ্যমে সে আমার সামনে এল, তখন আমি বললাম- **'লাব্বাইক! লাব্বাইক! লাব্বাইক!'** - অর্থাৎ 'আমি তোমার সাহায্যের জন্য উপস্থিত আছি।'-এই কথা আমি তিনবার বললাম। তারপর আমি বললাম- **'নুসিরতা! নুসিরতা! নুসিরতা!'** - অর্থাৎ 'তোমাকে সাহায্য করা হবে।'-এ কথাও আমি তিনবার বললাম।"

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, সেদিন প্রভাতে মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, খুযাআ গোত্রের সাথে কোনো এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। হযরত আয়েশা বলেন, আমি তখনই বুঝে নিই, এ ভয়াবহ ঘটনা নিশ্চয়ই এটা হতে পারে যে, খুযাআ গোত্র যেহেতু মক্কার সীমানার কাছাকাছি, তাই মক্কার লোকেরা, যাদের সঙ্গে বনু বকরদের চুক্তি ছিল, তারা খুযাআর উপর হামলা চালাতে পারে। আমি বললামঃ 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এতসব শপথ ও চুক্তির পরও কি কুরাইশরা চুক্তিভঙ্গ করতে পারে এবং বনু খুযাআর উপর হামলা চালাতে পারে?'

তিনি (সা.) বললেনঃ "হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র এক বিশেষ হিকমত অনুযায়ী তারা চুক্তি ভঙ্গ করছে, আর এই হিকমত হলো- (ততদিন) আক্রমণের অনুমতি দেওয়া হয়নি, কিন্তু চুক্তি ভঙ্গের ফলে এখন সেই অনুমতি মিলেছে।" হযরত আয়েশা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! এই ঘটনার ফল কি ভালো হবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, এর ফল অবশ্যই ভালো হবে।

এটি এই ঘটনার আরও বিস্তারিত অংশ ছিল। ইনশাআল্লাহ্, আগামীতে আরও চলবে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) সাম্প্রতিক ইরান-ইসরাইল দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেনঃ আমি এই মুহূর্তে বিশ্বের সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা বলতে চাই-যা আমি প্রায়শই বলি-দোয়া করতে থাকুন। যুদ্ধ বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা ক্রমেই বাড়ছে এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের এই ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেন।

এখন তো ইসরাইল ইরানের উপর হামলা করে দিয়েছে এবং যুদ্ধের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। ইসরাইল সরকারের উদ্দেশ্যই এখন যেন একের পর এক সব মুসলিম দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। কিন্তু মুসলিম দেশগুলো যেন ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে, নিজেদের উন্নয়ন আর অন্যান্য অগ্রাধিকারেই তারা মগ্ন। তারা বুঝতেই পারছে না কী আসন্ন বিপদ তাদের দিকে ধেয়ে আসছে।

মুসলমানদের না তো কোনো সৎ আমল অবশিষ্ট আছে, না আছে দোয়ার প্রতি মনোযোগ। এই অবস্থায় যখন ক্ষতি হবে, তখন তার পরিণতি কী হবে, তা তারা কল্পনাও করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের বুদ্ধি দেন এবং তারা যেন এই বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে ঐক্য গড়ার চেষ্টা করে।

এমন নয় যে, এই দল অমুক ফিরকার, আর ওই দল তমুক ফিরকার বলে আমরা তাকে সাহায্য করব না। এখন সব দেশই বিপদের মধ্যে রয়েছে। কারণ **'আল-কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ'**-অর্থাৎ কাফিররা একক উম্মত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন মুসলমানদেরও একটি একক উম্মত হতে হবে, তাহলেই তাদের রক্ষা হবে। এর বাইরে আর কোনো পথ নেই। আল্লাহ তা'লা যেন প্রতিটি নিরীহ ও নির্যাতিত মানুষকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদের দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগী করে তোলেন। আল্লাহ্ আমাদের এই তাওফিক দান করুন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

13 June 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....P.O.....

Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat